প্র/স ওয়েবসাইটে
দেওয়ার ব্যবস্থা নিন।
অধ্যক্ষ ১০/৯/২৫
চাঁদপুর সরকারি কলেজ
চাঁদপুর

বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

স্মারক নং-২২৭/ক/শিম/২০১২(কলেজ)/১৬১১ তারিখ: ০৬/০৯/২০২৬

একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত

বিষয়ঃ ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও অন্যান্য কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি প্রসঙ্গে।

সূত্র:

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০১.২০১৬-২৪২, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৬।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পত্র নং-২২৪/ক/শিম/২০১২(কলেজ)/১৫৯০, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিশেষ কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে যে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই সংশ্লিষ্ট বোর্ডে গিয়ে **ম্যানুয়ালি আবেদন** করতে পারবে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জিপিএ এক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হবে)। প্রবাসীদের সন্তান/বি.কে.এস.পি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী/খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ ভর্তির জন্য বোর্ডে গিয়ে **ম্যানুয়ালি আবেদন** করতে পারবে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জিপিএ থাকা সাপেক্ষে)। এক্ষেত্রে বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণক যাচাই বাছাই পূর্বক শিক্ষার্থীকে ভর্তির ব্যবস্থা নিবে। আগামী ১৫/০৯/২০২৬ তারিখ বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

০৬/০৯/২৫
প্রফেসর সৈয়দ আক্তারুজ্জামান
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১২.০৬.০০১.২০/৬৭৯৬

তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম একাডেমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে মাউশির আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নোল্লিখিত ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম;

ক) ক্রীড়া	খ) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম	গ) সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
১. ফুটবল	১., হামদ ও নাত	১.সঙ্গীতঃ আধুনিক গান,
২. ভলিবল	২. বক্তৃতা (বাংলা ও ইংরেজি)	দেশাত্মবোধক গান, নজরুল সঙ্গীত,
৩. দাবা	৩. উপস্থিত বক্তৃতা	রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকগীতি
৪. ক্রিকেট	৪. বিতর্ক (বাংলা ও ইংরেজি)	২.আবৃত্তি (বাংলা কবিতা)
৫. টেবিল টেনিস	৫. দেয়ালিকা তৈরি	৩. একক অভিনয়
৬. কাবাডি	৬. বই পড়া কর্মসূচি	৪.কুইজ
৭.ব্যাডমিন্টন	৭. দৈনিক পত্রিকা পাঠ (বাংলা ও	৫. নৃত্য
৮. হ্যান্ডবল	ইংরেজি)	৬. গ্রাফিতি অঙ্কন
~~৯. বাস্কেটবল~~	৮.সৃজনশীল লেখা কর্মসূচি	৭. উৎসব , লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য
১০. হকি	৯. পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচি	বিষয়ক অনুষ্ঠান
১১.গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী খেলা	(গাছ লাগান,পরিষ্কার ক্যাম্পাস ও	৮. চিত্রাঙ্কন
১২. সাঁতার	ডাস্টবিন স্থাপন))	
১৩.অ্যাথলেটিকস	১০.ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি	
১৪.তায়কোন্দ	১১.মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি	
১৫. মার্শাল আর্ট	(যোগব্যায়াম/মেডিটেশন	
	১২. গণিত অলিম্পিয়াড।	
	১৩. ওয়ান চাইল্ড ওয়ান ট্রি	

০১। ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সারা বছরই চলমান থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সুবিধাজনক সময়ে বাস্তবায়ন করবে।

২। ক্রীড়া ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়েজ স্কাউট, রোভার স্কাউট, গার্ল গাইডস, বিজ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা ক্লাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০/০৯/২০২৪

(প্রফেসর মো: শহিদুল ইসলাম)
উপপরিচালক (শারীরিক শিক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

০১। পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, অঞ্চল (সকল)।

০২। উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, অঞ্চল (সকল)।

০৩। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সকল।